ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ জাতীয় নাগরিক কমিটির এক বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় নাগরিক কমিটি জেলা শাখার আয়োজনে শহরের নতুন হাটখোলা এলাকায় সংগঠনটির জেলা কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির প্রধান সংগঠক নাসির আল সাদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা তারিক রেজা। আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির নেতা তারেক বাবু, আরেফিন কায়সার, আলাউদ্দিন জোয়ারদার, শাম্মী পারভিন, হাবিবুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন।

এছাড়াও কোটচাঁদপুর উপজেলার জাতীয় নাগরিক কমিটির মামুন, মোকলেসুর, হাবিবুর, মহেশপুর উপজেলার আবুল কালাম আজাদ, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আলমগীরসহ বিভিন্ন উপজেলার নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ নেন।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নাগরিক অধিকার ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মতামত প্রদান করেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেণ।

প্রধান উপদেষ্ঠার বিশেষ সহকারী হলেন মেহেরপুরের মনির হায়দার

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক মনির হায়দারকে। তাঁকে

জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়ে বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সাংবাদিক মনির হায়দার মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের সন্তান।

বিশেষ সহকারী হিসেবে তিনি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তির সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং যোগাযোগ রক্ষায় ভূমিকা পালন করবেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, মনির হায়দার বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন। দেশে ফিরে তিনি এ পদে যোগদান করবেন।

মনির হায়দার প্রায় তিন দশক ধরে দৈনিক পূর্বকোণ, ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, যায়যায় দিন, ইত্তেফাক ও মানবজমিন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি বর্তমানে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের উপদেষ্টা।

কাল মেহেরপুর আদালতে তোলা হবে ফরহাদকে, জেলা কারাগারে হস্তান্তর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে মেহেরপুর আদালতে হাজির করানো হবে।

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৮ টা ১০ মিনিটের সময় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়ের করা একটি মামলায় হাজিরার জন্য ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস।



আগামীকল ৩০ জানুয়ারি মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর মামলায় তাকে আদালতে হাজির করা হবে। মামলা নম্বর জিআর ২৭৭/২৪। ৫ আগস্ট
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুর
জেলাতে এখন পর্যন্ত ফরহাদ হোসেন
দোদুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা
হয়েছে। এছাড়াও ঢাকায় একাধিক মামলা
রয়েছে।

এর আগে গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী ও জাতীয় প্রবাসী দিবস পালন

প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, মেলা উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার(১৮ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আয়োজনে মেহেরপুর সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকেই এ র্যালিটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। এরপরে সেখানে মেলার উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ সভাপতিত্বে আলোচনা সভা উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মূয়ীদুর রহমান, সহকারী কমিশনার মোঃ আবীর হোসেন, মেহেরপুরে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার, পুলিশ পরিদর্শক মোঃ বজলুর রহমান, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জেএম সিরাজুম মূনীর, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন,মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপক মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টির সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি‘র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার ট্রেড) মোঃ আল-আমিন হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (সিভিল কন্সট্রাকশন) শিখা খানম, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) মোঃ সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (গার্মেন্টস) আনিছুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) মোঃ মাসুদ পারভেজ, ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (তাত্ত্বিক) ফাতিহা ফিজা, ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (ব্যবহারিক) মোঃ মনিরুজ্জামান, ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (ব্যবহারিক) মোঃ ফারুক হোসেন,মোঃ মনির হোসেন, মোঃ শিহাব উদ্দিন, মোঃ খাইরুল ইসলাম, ইমরান খান, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

“অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ” প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল এগারোটার সময় দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এসে শেষ হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনার সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন চুয়াডাঙ্গার সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আব্দুল করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিম্মা সুলতানা ও প্রত্যাশা সমাজিক উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ইউনুস আলী।

এ সময় সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল

ইসলাম বলেন আমাদের মানসিক পরিচর্যা দরকার। দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে না পারলে উন্নয়নকে অর্থবহ করে তুলতে পারবো না। কাউকে পিছনে রেখে সামনে এগোনো যাবে না

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান ডা.নূর আলম আকাশ। আলোচনা সভা শেষ চুয়াডাঙ্গা প্রতিবন্ধী সেবা সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬ জন প্রতিবন্ধীকে বিনামূল্যে ১৬ টি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয় ও একজনকে কর্ণার চেয়ার উপহার দেওয়া হয়। জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্ট্রোক, কিডনি ও জন্মগত হৃদরোগ রোগীদের মধ্যে ২০ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে চিকিৎসার জন্য অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। উক্ত আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও জেলা সমাজসেবার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরে স্মরণসভা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে স্মরণসভা আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় জেলা প্রশাসকের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন, জেলা সিভিল

সার্জন মোঃ ডাঃ মহী উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) কামরুল আহসান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাদির হোসেন শামীম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মূয়ীদুর রহমান, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার মোঃ আবীর হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা জামায়াতের আমীর তাজ উদ্দিন খান, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা (অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, জেলা সমাজসেবা অফিসার আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জেএম সিরাজুল মূনীর।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টির সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) খন্দকার মুইজ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, যুগ্ন আহবায়ক মোঃ তামিম ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, বাসসের জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক দিলরুবা খাতুনসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী ও বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনের অন্যান্য প্রতিনিধিরাও ।

পুলিশের নতুন আইজিপি বাহারুল আলম

পুলিশের ৩৩তম মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হয়েছেন বাহারুল আলম। তিনি একসময় পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান ছিলেন।

এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নতুন কমিশনার হয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চাকরি হারানো অতিরিক্ত আইজিপি শেখ মো. সাজ্জাদ আলী।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশে বড় রদবদল হয়। তখন পুলিশের ৩২তম মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে নিয়োগ পান ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ট মো. ময়নুল ইসলাম। আর ৩৭তম ডিএমপি কমিশনার হন মো. মাইনুল হাসান।

জানা গেছে, পুলিশপ্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া বাহারুল আলম একসময় এসবির প্রধান ছিলেন। দুই দফা পদোন্নতিবঞ্চিত এই কর্মকর্তা ২০২০ সালে অবসরে যান। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ সদরদপ্তরের শান্তিরক্ষা বিভাগে পুলিশ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন। এর আগে ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, কসোভো ও সিয়েরা লিওনে দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যদিকে সাজ্জাদ আলী বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে ১৯৮৪ সালে পুলিশে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি একসময় ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তা ছাড়া সাজ্জাত আলী লক্ষ্মীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন। এ ছাড়া হাইওয়ে পুলিশ গঠন হলে সেখানেও ডিআইজির দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পুলিশ সদরদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। মেধাবী, কর্মঠ ও সৎ পুলিশ অফিসার হিসেবে বাহিনীতে সুনাম আছে সাজ্জাত আলীর। পুলিশের এই কর্মকর্তার বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকূপায়।

গত সোমবার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর চাকরি পুনর্বহাল করে অন্তর্বর্তী সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১-এর মামলা নম্বর ৩৩/২০১৭-এর ৩ সেপ্টেম্বরের রায় অনুযায়ী পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মো. সাজ্জাত আলীকে ২০১৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরিতে পুনর্বহাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি আদালতের আদেশানুযায়ী সব প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি এবং

অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

সূত্র: কালবেলা

শপথ নিলেন নতুন তিন উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের আরও তিনজন উপদেষ্টা শপথ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ পাঠ করান। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্যান্য উপদেষ্টারা উপস্থিত ছিলেন।

আজ রোববার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গভবনে নতুন উপদেষ্টাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

শপথ নেওয়া তিন উপদেষ্টা হলেন- ১. সেখ বশির উদ্দিন, ২. মো. মাহফুজ আলম, ৩. মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

এর আগে চার দফায় শপথগ্রহণ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের ১৭ উপদেষ্টা। এর মধ্যে ৮ আগস্ট শপথ নেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ উপদেষ্টা। ঢাকা ও দেশের বাইরে থাকায় তিন উপদেষ্টা সেদিন শপথ নেননি।

পরদিন শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। পরে ১১ আগস্ট শপথ নেন উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা ও বিধান রঞ্জন রায় আর ১৩ আগস্ট শপথ নেন আরেক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম।

এরপর গত ১৬ আগস্ট নতুন করে আরও চার উপদেষ্টা শপথ নেন। তারা হলেন-সাবেক সচিব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম।

সূত্র: কালবেলা

[redacted]

[redacted]

সূত্র: ইত্তেফাক

রাষ্ট্রপতির থাকা না থাকা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত: নাহিদ

অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন থাকবেন কী থাকবেন না, এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আইনি বা সাংবিধানিক কোনো প্রশ্ন নয়। এটি একেবারেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

বুধবার (২৩ অক্টোবর) তিনি সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সেসময় বিদ্যমান সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতিকে রেখেই সরকার গঠন করেছিলাম। কিন্তু যদি আমাদের মনে হয়, এই সেট-আপে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে অথবা জনগণ এই সেট-আপে অসন্তুষ্ট, তাহলে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবব এবং পুনর্মূল্যায়ন করছি।’

নাহিদ বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি থাকবেন কী থাকবেন না, এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আইনি বা সাংবিধানিক কোনো প্রশ্ন নয়। এটি একেবারেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ফলে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।’

সূত্র: ইত্তেফাক